ভক্তিময়ী

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী প্রণীত।

হাটখোলা সাধারণ হরিসভার অন্তর্গত
বান্ধব সমিতিতে গীত।

ডাক্তার
শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা;
১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীহরি

শরণং

উপহার পত্র।

পতিভক্তি পরায়ণা।

শ্রীমতী * * * * চৌধুরাণী।

শ্রীকরকমলেষু।

সতি!

আজ প্রায় অষ্টাদশ বৎসর যাবৎ তোমার পতি-ভক্তি ও অনুরাগ দর্শনে যে অপার আনন্দ ও অনুপম প্রীতিলাভ করিতেছি, কোন্ উপহার যে তাহার উপযুক্ত প্রতিদান হইতে পারে, এতদিন ভাবিয়াও তাহা ঠিক করিতে পারি নাই। কাঞ্চন গঠিত মণিময় আভরণ তোমার পক্ষে অতি সামান্য বলিয়াই মনে করি। যে রমণীর পবিত্র হৃদয়ে দেবদুর্ল্লভ পতিভক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রেমময়ী অনুরক্তি সতত দীপ্তিমতী রহিয়াছে, তাহার নিকট সামান্য রত্নালঙ্কার কি ছার! তাই আজ মনের সাধে আমার প্রাণের ধন—এ কাঙ্গালের যথাসর্ব্বস্ব "ভক্তিময়ী" হরিসংকীর্ত্তনাবলী তোমার কোমল করে অর্পণ করিলাম, ভরসা করি আমার আদরের ধন তুমিও আদর করিবে।

তোমারই

শরৎ।
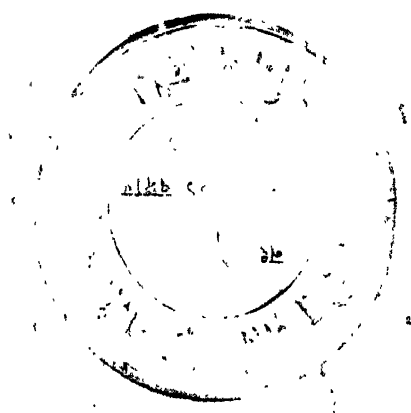
নিবেদন।

মমাস্মিন্ সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতি ললিতা
মুদং ধ্যাসাস্ত্যস্তাং তদপি হরিগন্ধাধ্ধগণাঃ।
অপঃ শালগ্রামপ্লবন গরিমোদগার সরসাঃ
সুধীঃ কোবা কোপীরপি নমিত মূর্দ্ধা ন পিবতি॥

বিদগ্ধমাধব।

শ্রীভগবানের সঙ্গীত নিকুঞ্জ কাননে শ্রীমদ্ জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি পূজনীয় পদকর্ত্তাগণ এবং পরবর্ত্তী সময়ে রামপ্রসাদ, দাশরথী, গোবিন্দ, নীলকণ্ঠ, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি সুরসিক ভাবুক কবিগণ, নানা সুরে, নানা তালে, নানা কথায় ও নানা ভাবে যে সুধাবর্ষণ করিয়াছেন, তাহার নিকট আমার এই পাগলামি কেবল বামনের চাঁদ ধরার সাধ মাত্র। পাগল যেমন অগ্র পশ্চাৎ হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড না ভাবিয়া একটা কাজ করিয়া বসে, আমার পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছে। তবে বুঝিয়াও কেন এই দুর্গম পথে পা বাড়াইলাম তাহার কারণ এই যে, আমার পরম বন্ধু পারিজাতপত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে ও তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের জন্যই আমার এই দুর্ম্মতি। আর অন্য কোন আশা নাই। যাহা হওয়ার তাহা হইয়াছে, এখন সঙ্গীতপ্রিয় হরিভক্ত মহোদয়গণের নিকট এই নিবেদন যে আমার এই রসহীন "ভক্তিময়ীর" দোষ ও নীরস ভাগ ত্যাগ করিয়া কেবল "ভক্তিময়ীই" গ্রহণ করেন।

গ্রন্থকারস্য।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি।

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি সন্তর্পণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখবিনিঃসৃত।

এক্ষণে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকে দৃক্‌পাত করা যায় সেইদিক হইতেই ভাবুকের হৃদয়ক্ষেত্রে কোন লুক্কায়িত রসের বিমল উৎস উৎসারিত হইতে থাকে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার স্ফুট বা অস্ফুট ভাষা বিনিসৃত হয় এবং উহা সঙ্গীতের আকারে মধুরকাকলী নিনাদে শতকণ্ঠে নিনাদিত হইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু জগৎ সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে যখন দ্যুলোকে ভূলোকে কোন শোভা সৌন্দর্য্যই ছিল না, যখন পূর্ব্বাকাশে কনক-কিরণ ছটায় উষার মোহিনী হাসনির সুন্দর জ্যোতি দেখা যাইত না, সায়াহ্ন গগনের সুচিত্রিত মেঘমালার ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যের পটচ্ছবি অঙ্কিত হইত না, আর গোধুলি গগনের নক্ষত্র-পুঞ্জ, নীরব নীথর নৈশাকাশের শান্ত সুবিমল চন্দ্রিকা জ্যোতিঃ, আর এই ধরাধামের আমঞ্জু বঞ্জুল লতাকীর্ণ নীরন্ধ্র নীল নীচোল স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভা-পরিবৃত-সরিৎতট, নবীননীরদসুষমানিভনগ-মালা, শত বীণা বেণুস্বর বিনিন্দিত নির্ঝরের ঝঙ্কার, প্রীতিময় কুসুমকানন, কলকণ্ঠ বিহগ কুজন, এই সকল অনন্ত সৌন্দর্য্যের কিছুই যখন ছিল না; এই শোভাসৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করার জন্যও যখন কেহ ছিল না তখনও গানের বিদ্যমানতা ছিল। কে জানে কোন্ লুক্কায়িত রসের মোহনমাধুরী লইয়া সর্ব্ব প্রথমে বেদের

সামগানের মধুরধ্বনি ঋষিকণ্ঠ হইতে সর্ব্ব প্রথমে বিনিঃসৃত হইয়াছিল। জগৎপ্রকৃতির অন্তরালে নিত্য পদার্থ—রস। শ্রুতি বলেন,' রসো বৈসঃ। গান সেই রসেরই প্রকাশ। সুতরাং শব্দ-ব্রহ্মসঙ্গীত নিত্য পদার্থ। রসরাজ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে এই গান প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সামবেদ সঙ্গীতের আকারেই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্রুতি আরও বলেন, মহতো ভূতস্য নিশ্বসিত মেতৎ ইত্যাদি। অপিচ।

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।
বিতন্বতা যস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি ॥
সলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ।
সমে ঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥

ফলে মানব সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে সঙ্গীতের ধ্বনি পরিস্ফুট হইয়াছিল। গগনের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সঙ্গীতপ্রবাহ যখন মধুর নিনাদ বিস্তৃত করিয়া বিনিঃসৃত হইত মানুষ তখন কোথায় ছিল? সে অশ্রুতপূর্ব্ব মহা সঙ্গীত আপনি স্ফুটিত হইয়া আবার আপনি নীরব আকাশের বিশালকোণে লুকাইয়া পড়িত। রসরাজের সেই অনাদি অনন্ত মহা সঙ্গীত বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান। আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ সেই মহাসঙ্গীতের সুর, তাল, লয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কণ্ঠে কণ্ঠে, সে মহাসঙ্গীত উদ্বোষিত হইতেছে। পত্রের মর্ম্মরে, বিহঙ্গের কুজনে, নদ নদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে, শিশুর অব্যক্ত কাকুলিতে, মেঘের সুগভীর গর্জ্জনে, সাগরের কল্লোলে কোথাও নবললিত লালিত্যে, কোথাও বা উদ্দীপনাময়

মেঘমল্লারে সর্ব্বত্রই মহাসঙ্গীতের ধ্বনি। উহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, তিলেকের তরেও উহার নিবৃত্তি নাই। অস্ফুট অব্যক্তভাবে মানব হৃদয় দিবানিশি সেই মহাসঙ্গীতেরই নাদ ধ্বনি করিতেছে। কেহ কি বলিতে পারে এ গান নাই কোথায়? কেহ কি বলিতে পারে জলে কি স্থলে, ভূধরে কি প্রান্তরে, আকাশে কি পাতালে, প্রাণে কি অপ্রাণে, এ গান নাই কোথায়? রসিকশেখর রসরাজ অতীব সঙ্গীতপ্রিয় তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্গীতময়। শিশু যখন মা বলিয়া ডাকিতে থাকে তাহাও সেই গানেরই তান। পুত্রশোকাতুরা জননী যখন প্রাণাধিক পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করেন তাহাও সেই মহাসঙ্গীতেরই তান বিশেষ। সুখে ও দুঃখে মানবের প্রাণ, বুঝি গানের সহিত এক সূত্রে বাঁধা। তাই আমরা গানের এত পক্ষপাতী। গানে যাঁহার চিত্ত দ্রব হয় না তিনি জ্ঞানী হইতে পারেন, বীর হইতে পারেন কিন্তু মানব সমাজের কেহ নহেন। তাদৃশ লোকের সংসর্গে মানুষ বড় একটা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। যে হৃদয় রসময়ের সুধারসে বঞ্চিত, তাহা শ্মশান অপেক্ষাও বিকট, তাহা সাহারার মরু অপেক্ষাও উত্তপ্ত। প্রেমময়ের প্রেমসুধা সঙ্গীতের আকারেই বর্ষণ হয়, প্রেমিকভক্ত সেই সুধা পান করিয়া চরিতার্থ হয়েন, তাপিত প্রাণ শীতল করেন, ভবধামে গোলোকের নিত্য সুখ উপভোগ করেন এবং এই মরজগতে অমর হইয়া যান। গানের এমনই ঐন্দ্রজালিক প্রভাব, এমনই প্রমাথিনী শক্তি, অত বড় যে পাষাণ হৃদয় তাহাও গানে দ্রব করিয়া ভাসাইয়া দেয়। তাই শ্রীভগবান ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদকে বলিয়াছেন ;—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

তাই কলির জীবের দয়াল প্রভু প্রেমভক্তির বিশুদ্ধ অবতার শ্রীশ্রীশচীনন্দন কলির জীব ত্রাণ করিবার জন্য মধুময় শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনের প্রচার করিলেন। সে সঙ্কীর্ত্তন যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, বিবেক বৈরাগ্য, প্রেম ভক্তির অমিয়প্রবাহে তাহারই হৃদয় পবিত্র ও পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; তাহারই কুকামনা কু কল্পনা, কুধারণা ও কুভাবনা বিদূরিত হইল। প্রেম ভক্তির শীতল হিল্লোলে তাহারই তাপিত প্রাণ শীতল হইল, ইতর ভাবনা দূরে গেল। কি শুভক্ষণেই শ্রীধাম নবদ্বীপে সর্ব্ব প্রথমে "হরিহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" মহা সঙ্কীর্ত্তনের পবিত্র ধ্বনী উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল, এখনও সেই তরঙ্গসম্পৃক্ত সুধাসমীর প্রতিদিনই আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া বহিতেছে। অধুনা গ্রামে গ্রামেই আমরা সঙ্কীর্ত্তনের সুমধুর ধ্বনী শুনিতে পাই। ফলতঃ কলির জীব উদ্ধারের জন্য হরি সঙ্কীর্ত্তনই অমোঘ উপায়। ইহা কাহারও স্বকপোল কল্পিত কথা নহে। ইহা শাস্ত্রীয় বিধি সম্মত, ইহা ঋষি বাক্য। যথা;—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

বিষ্ণু পুরাণম্।

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায় কলিকালে কেবল হরি সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নমো নারায়ণায়েতি কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ।
নিষ্কামো বা সকামো বা ন কলির্বাধতে হি তান্॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

যাহারা সর্ব্বদা নমো নারায়ণায় এইরূপ কীর্ত্তন করে তাহারা সকাম বা নিষ্কামই হউক কলি তাহাদের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না।

অত্যন্ত দুষ্টকলে রয়মেকোঃমহৎগুণঃ।
কৃষ্ণস্য কীর্ত্তনাদেব বদ্ধো মুক্তিং পরাং ব্রজেৎ।

শ্রীমদ্ভাগবতং।

কলি অত্যন্ত দুষ্ট হইলেও উহার একটী মহদ্গুণ এই যে, কেবল হরিসঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই ভববদ্ধ জীব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

অপার দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রনিত্যানন্দ কলির জীবের জন্য জীব নিস্তারের এই অমোঘ উপায় প্রদর্শন করিয়া মহা সঙ্কীর্ত্তনে কলির জীবদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। ধর্ম্মরাজ্যে সঙ্কীর্ত্তনের এমনই মহিয়সী শক্তি যে বিধর্ম্মিগণও এখন স্বকীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সঙ্কীর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অধুনা এই কীর্ত্তন প্রচারের দিনে প্রেমিকভক্ত তরুণ যুবক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী তদীয় হরিনাম সুধামাখা হরি সঙ্কীর্ত্তনাবলী "ভক্তিময়ী" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রচারিত করায় আমরা প্রকৃতই সুখী হইলাম। শরৎবাবুর হরি সঙ্কীর্ত্তনগুলি প্রেমিক ভাবুকের সরল হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস। এই গ্রন্থের বিষয় মধুর, গানের সুর মধুর, ভাব মধুর ও ভাষা মধুর। আমরা এখানে একটী শ্লোকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারি,—

মধুর মধুরং মেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং।

কোন কোন গানের স্থল বিশেষে এমনি সরস ভাবের লীলা লহরী প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে লেখকের সঙ্গীত বিরচণকার্য্য অভিনব হইলেও উহা পরিপক্ক হস্তের কবিত্ব বলিয়াই ধারণা করা যাইতে পারে। শরৎবাবু হাটখোলা হরিসভার হরি সঙ্কীর্ত্তন রচয়িতা; নিজে গান করিতে পারেন, তাহার নিজের মুখে তদীয় স্বয়ংচিত কোন কোন সঙ্গীত শুনিয়া বাস্তবিকই আমরা মোহিত হইয়াছি। পাঠক! নব অনুরাগে বিরহিণীর প্রাণ যখন প্রাণবল্লভের জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া রোদন করে প্রাণের সেই মর্ম্মস্পর্শী গান কাহার হৃদয় না স্পর্শ করিয়া যায়। ভক্ত হৃদয় যখন শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া জগৎ জুড়িয়া সেই জগদীশ্বরের অনুসন্ধান করে সে ব্যাকুলতাতে কাহার চিত্ত না আকুল হয়। ভক্তিময়ীর সঙ্কীর্ত্তনের স্থানে স্থানে সেই নব অনুরাগিনীর কারুণ্যরসময় কাতর কণ্ঠ কুজন, সেই প্রেমের উদ্‌ভ্রান্তি, সেই মিলনের রসোচ্ছাস, সেই ব্যাকুল ভক্তের ব্যাকুলতা অতি সুন্দর স্বরসংযোগে সুমিষ্ট ভাষায় প্রতিফলিত হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় এই নবীন সঙ্কীর্ত্তনরচয়িতা দীর্ঘজীবী হইয়া শ্রীভগবানের মধুর কীর্ত্তনাবলিতে প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারায় শ্রীশ্রীপ্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করুন। অশেষ ক্লেশ-সঙ্কুল সংসার মরুতে কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সুখের উৎস। শরৎবাবুর পবিত্র লেখনীতে ফুল চন্দন পড়ুক।

শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী (ডাক্তার)

ভক্তিময়ী

গৌরচন্দ্র।

১ নং গীত।

তাল কাটা--চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে নবদ্বীপে অবতীর্ণ।
বৃন্দারণ্য করি শূন্য ও কি জন্য শ্রীচৈতন্য॥
কালরূপ পরিহরি নদে এলে গৌরহরি,
এভাব বুঝিতে নারি, হেরে জ্ঞান হয়েছে শূন্য॥

তাল--একতালা।

কোথায় রাখিলে মোহন বাঁশরী,
কোথায় ময়ূর চূড়া প্রাণের কিশোরী।
কোথা পীতধড়া কটীতট বেড়া,
সোনার নূপুর শ্রীহরি॥

নাহি হেরি কেন, চাঁচর চিকুর,
নাহি হেরি কেন বনফুল হার।
সব পরিহরি কেন গৌরহরি এলে নদেপুরী,
বল কিসের জন্য ॥

তাল—পঞ্চমসোয়ারী।

নিজে হরি বলছ হরি মরি কিবা বলিহারি।
ক্ষণে হাস ক্ষণে কান্দ ক্ষণে দেওহে গড়াগড়ি ॥
কার তরে এ বেশ ধ'রে, এলে হরি নদেপুরে,
প্রেম দিতেছ জগতভরে, মরি কিবা লীলা ধন্য ॥

—০—

২ নং গীত।

তাল—রূপক।

কোথায় আছহে শ্রীমধুসূদন।
তব পদে নাই রতিমতি, কি হবে দীনের গতি,
(ওহে) অগতির গতি তব শ্রীচরণ ॥

চিতান।

হায় কি করিহে, ওহে শ্রীহরি,

ভবসাগরে তুফান ভারি, তাহে মোর জীর্ণতরী,

ভাবি কেমনে দিব পাড়ি, তাই এখন ॥

তাল—যৎ।

সম্মুখে ভবজলধি, তাহে তুফান নিরবধি,

বিপদেরআর নাই অবধি, কেমনে হব ভব পার।

আমি জানিনা হে সাঁতার, ওহে ভব কর্ণধার,—

বিনে দয়া তোমার, গতি কি হবে আমার ॥

তাল—একতালা।

আমি সদা ভাবি তাই, গতি মোর নাই,

কিসে হবে গতি আমি আমার নই।

দশেন্দ্রিয় দশ কুপথে ধাবিত,

মন তাহে যোগ দেয় অবিরত,

নহেক বিরত, কুকার্জ্যেতে রত,

তব পদযুগেমতি কিসে পাই॥ (হরি)

কুদিকেতে দৃষ্টিপড়ে অনুক্ষণ,
মুখে সুখে করে অভক্ষ্য ভক্ষণ,
শ্রবণে করিছে কুকথা শ্রবণ,
কুরসে রসনা বশী সর্ব্বদাই। (হরি)
আশা করে করে, সদা কুকাজ করে,
চরণ দিবা রাতি কুপথে বিচরে,
মনে সদা কুবিষয় চিন্তা করে,
তব পদে রতি মতি মাত্র নাই॥

মেলতা।

না দেখি উপায়, বিনে তব পায়,
দেখা দেও দীনে কৃপা করি, ওহে ভব কাণ্ডারী,
চরণ তরী দিয়ে তরাও রাধারমণ॥

তাল—দশকুশী।

কোথায় আছ মধুসূদন, বিপদে দেও দরশন,
তব চরণ বিনা নাই উপায়। (এই ভবমাঝারে)
(তব চরণ বিনে গতি নাই)

খেলায় খেলায় গেল বেলা,

নাহি হেরি পারের ভেলা,

চরণ ভেলা দেও এবার আমায়।

(ভব পারে যেতে হে) (ওহে ভবকাণ্ডারী)

তাল—লোফা।

নইলে গতি নাই গতি নাই, এই ভবে ॥

পাপে দেহ বোঝাই ভারি;

কেমনে দেই ভবে পাড়ি,

গুরুভারে যদি ডুবে মরি।

(সাঁতার জানিনা জানিনা) (ভব পারে যেতে)

তুমি পতিতপাবন নাম ধরেছ হে,

এবার, পতিতে তরাতে হবে।

(ওহে দয়াল হরি)।

তাল—গর খেমটা।

(হরি) এভব দুস্তর, নাহিক নিস্তার,

বিস্তর বিপদ পায়।

(ওহে) ভব কর্ণধার, ডুবে মরি ধর,
রাখ রাখ রাঙ্গাপায় ॥ (নইলে ডুবে যে মরি)
(ওহে) রাধিকারমণ, শমন দমন, মদনমোহন হরি।
(তুমি) বিপদ নাশন, বিঘ্ন বিনাশন,
অসুর শাসন কারী ॥ (ওহে দয়াল হরি)

মেলতা।

মোরা শুনেছি বেদ পুরাণে,
ওহে নাম নিলে মধুসূদন,
বিপদ ভয় হয় নিবারণ,
ভব বিপদে শ্রীপদ দেও বিপদবারণ ॥

—০—

৩ নং গীত।

তাল—রূপক।

কেন অবোধ মন, হরিনাম বলনা।
দেখ দিন গেল এখন তোর ঘুম ভাঙ্গল না॥

আছ ঘুমের ঘোরে, মায়া মোহ ভরে,
ও তোর দিন যায় দীননাথ সাধন হল না ॥

তাল—আড়া ঠেকা।

দিনেং দিন বয়ে যায় এখনও তোর নাই চেতন।
আয়ুষ্কাল পূর্ণ প্রায়, তবু আছিস অচেতন ॥
আজি কালি বলে কাল, গত হল কত কাল,
এখন তো আগত কাল, ভাবলি না সে চিকণ কাল।
জানি না কোন কালে এসে,
টানিবে কালে ধরে কেশে,
বিনে সে দিন হৃষিকেশে,
কে কেশাকর্ষণ করবে বারণ ॥

তাল—শোয়ারি।

যাদের তুমি ভাব আপন, তারা নয় তোমার আপন
একা আসা যাওয়া মাত্র, পথের দেখা হয় কিছু ক্ষণ ॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা, কোথা রবে দারা সুতা,
কেবল এ মিছে মমতা, সাথের সাথী নয় কোনজন ॥

তাল একতালা ।

ভাবনা কি তুমি মনে এক দিন ।

যে দিনে দিন অন্ত, হবে সেই দিন ॥

সবশ অঙ্গ সে দিন অবশ হইবে,

ভগ্ন মনে বন্ধুজনে বিদায় দিবে,

(মনরে) (মনরে) (হায়রে)

আঁধার হবে সব, তুমি হবে শব,

বিনে সে কেশব, রক্ষে কে সে দিন ॥

তাল—লোফা ।

বুঝিলি নারে মন নিশির স্বপন ।

কেবল বাজীকরের বাজী খেলা,

কাজের কাজি নয় কখন ॥

(ও অবোধ মন, মনরে আমার)

ও তুই কি করিতে, হায় কি করিলি,

(ভেবে একবার না দেখিলিরে)

ও তুই সুধা ভ্রমে গরল খেয়ে,
করিলি নিজের পতন ॥
(ও অবোধ মন; মনরে আমার)

তাল—গড় খেম্‌টা।

এ ভব জলধি, পার হবি যদি,
ভাব নিরবধি, শ্রীরাধারমণ!
ভীষণ তরঙ্গে, বিনে সেই ত্রিভঙ্গে
রক্ষে কে আতঙ্গে, কররে স্মরণ ॥
মন প্রাণ খুলে, দুই বাহু তুলে,
ডাক যদি মন হরি হরি বলে,
এ বিশাল ভবে, তবে তো তরিবে,
ভাব প্রেম ভাবে মদনমোহন ॥

মেলতা।

হরি নাম বিনে, সেই শেষের দিনে,
গতি আর নাই মন, হরির চরণ কর সাধনা ॥

৪ নং গীত।

(কীর্ত্তনাঙ্গ)

তাল—একতালা।

ডাক দেখি মন তাঁরে, ব'লে হরেকৃষ্ণ হরে হরে।
যাঁরে ডাকুলে অঙ্গ শীতল হবে ভবজ্বালা যাবে দূরে॥
(হরিবল, হরিবল, হরিবল, প্রাণ ভরে)
হরি নামের জোরে, পাপী তাপী যায় তরে,
ডাক তাঁরে ভক্তি ভরে;
এই নাম যে জন ভাবে, তার ভয় কি ভবে,
(হরেকৃষ্ণ হরেরাম) (মন প্রাণ এক করে)
ঐ নাম শমন দমন, ভয় নিবারণ,
ডাক রে মন প্রেম ক'রে॥
(হরিবল হরিবল হরিবল প্রাণভ'রে)

তাল—ঝাপতাল।

দিন গেল হরি হরি বল মন।
আজ কাল বলে কাল খোয়ালি,

শেষের কাল কি হয়না স্মরণ ॥
হরি পদ ভজিবারে, এলি ভবমাঝারে,
ভুলি ইষ্ট কামনা কুবাসনা অন্তরে,
হায় কি করিলি হারালি মজিলি রে;
মায়া মোহে মত্ত মন, নিত্য ধনে অযতন ॥

তাল—শোয়ারি।

অনিত্যে মন মত্ত হ'য়ে, নিত্য ধনে হারালি।
কুচিন্তায় চিত্ত মত্ত নিত্য ধনে'না চিন্তিলি ॥
যাঁর চিন্তায় যায় ভবের চিন্তা, কর মন তাঁর চিন্তা,
ছাড়রে কুবিষয় চিন্তা; চিন্ত সদা বনমালী ॥

তাল—গর্ খেমটা।

ভাব সদা মন, শ্রীরাধারমণ,
শমন দমন, ভব ভয় হারী।
ভাব জনার্দ্দন, মূঢ় মর্দ্দন,
গিরিগোবর্দ্ধন মুরলীধারী ॥

মাধব মুরারী, কেশব কংসারি,
হৃষিকেশ ঋষি-হৃদয় বিহারী।
কপট ছলন, দানব দলন,
ভাব সদা মন, গোকুল বিহারী ॥
(মিল)

তাল---একতালা।

হরি২ ব'লে, নাচ দুই বাহু তুলে,
ডাকলে তারে দুঃখ যায় ভু'লে,
হরি নামের রসে, পাষাণ জলে ভাসে,
(মুখে হরিবল হরিবল হরিবল বল)
(যাঁরে ডাকলে জ্বালা দূরে যাবে)
এই নাম গেয়েছিল প্রেমের স্বরে,
অজামিল রত্নাকরে।
হরি বল হরি বল হরি বল প্রাণ ভ'রে ॥

—০—

৫ নং গীত।

কীর্ত্তনীয়া—একতালা।

ওহে কোথায় হরি ব্যাথা হারী দেওহে দরশন।
আমার দিন গণিতে (হরিহে) দিন গত প্রায়,
দীনে দেওহে শ্রীচরণ॥
এই দিনতো শেষ হ'ল, তোমার সাধন না হল,
রঙ্গরসে, রিপুর বশে, কাল কেটে গেল;
হায় কি করিতে, আমি কি করিলাম,
আমার মনের আশা (হরিহে)
মনে রল দেহতো হ'ল পতন॥

তাল—খয়রা।

ভজিবার আশে; এলেম, ভব বাসে,
মজে মোহ বশে, আশা না পূরিল।
দুষ্ট মতি ছয় জন সদা সাথের সাথী,
চলে নিয়ে দুষ্ট পথে দিবা রাতি, কি হয়েছে গতি,
এই ছয় জন অরাতি, দুষ্টবুদ্ধে আমায় নষ্ট করিল॥

তাল—যৎ।

অকূলে কূল হারায়েছি কূল পাব কেমনে হরি।
তোমার চরণকূলে স্থান পেলে ভবকূলে যেতে পারি॥
হেরিয়ে ভব তরঙ্গ, মনেতে ভীষণাতঙ্গ,
কোথায় রলে শ্যাম ত্রিভঙ্গ, দেখা দেও দয়া করি।
আমি জানিনাহে সাঁতার, ওহে ভবকর্ণধার,
তুমি বিনে কেও নাই আমার;
পার কর হে বংশীধারী॥

তাল—শোয়ারি।

তুমি বিনে অন্য আর কিধন আছে আমার।
রাখ আর মার হরি যাইচ্ছেতা কর্ত্তে পার॥
দিয়াছি চরণে ভার, কর বা না কর পার,
তরালে তরাতে পার, ওহে রাধার বংশীধর॥

তাল—ঝুলন ঠুষ।

আমি অতি অভাজন।
আমি নাহি জানি সাধন॥

হরি নিজ গুণে দেও দরশন (অভাজন ব'লে)
আমি যেমন পাপী তুমি তেমন দয়াল,
দেও হে দয়া করি যুগল চরণ ॥ (ভবপারে যেতে)
তুমি পতিত পাবন, জীবের জীবন,
অনাথ স্মরণ হরি ;
(ওহে) আমি অতি দীন, ভজন বিহীন,
কেমনে দিই ভবে পাড়ী ; (সাঁতার জানি না হে)
তোমার চরণ তরী, পেলে হরি,
ভব পারেরি ভয় হয় নিবারণ ॥ (ওহে দয়াল হরি)

মিল।

আমার কি হবে গতি, ওহে অগতির গতি,
গতিময় শ্রীপদ বিনে না দেখি গতি ;
তোমার নাম নিয়ে যদি পার না হতে পারি,
তোমার অকলঙ্ক (হরিহে)
মধুর নামে কলঙ্ক হবে রটন ॥

—০—

৬ নং গীত।

তাল—কীর্ত্তনীয়া একতালা।

হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলয়ে মন প্রাণ ভ'রে।
হরি নামের জোরে (ভবের ভয় থাকে না)
পাপীতরে ডাক তাঁরে ভক্তিভরে ॥
নামে পাপী তাপী নাইকো রে বিচার,
এই নাম পতিত পাবন,
জীবের জীবন ভজলে ভবে পার,
হরি নামের মত (আর ধন নাইরে)
নাইকো রতন কর যতন সাধ করে ॥

তাল—খয়রা।

আহা কিবা নাম হরে কৃষ্ণ রাম,
বল অবিরাম মন রসনা।
হেলায় এ রতন হারাইও না মন,
করহে সাধন, ভয় রবেনা ॥
ইষ্ট মিষ্ট কৃষ্ণ নামে, মনের আঁধার যায়,

কেন বৃথায় এ জীবন হতেছে পতন,
শ্রীরাধা রমণ কর আরাধনা ॥

তাল—লোভা।

এবার থাকিতে সময় নাম কর উচ্চারণ।
যদি হেলায়, খেলায় দিন কেটে যায়,
তবে শেষ বেলায় কি হবে রে মন ॥
তোমার মিছা কাজে দিন গেল (রে)
(ও মন হরি নাম বলা হলনা)
(কেবল হেলায় হেলায় বেলা গেল রে)
ভুলে করিলিনা ঐ নাম স্মরণ ॥
(কি মায়াতে ভুলে রলি)
(কেবল বৃথা সময় কাটাইলি)

তাল—দশকুশি।

যত কিছু দেখ ভবে, সকলি পড়িয়া রবে (মন)
(কিছু সঙ্গে যাবেনা২) (কেবল মিছে বাজী খেলা),
চোখ মুঁদিলে সব অন্ধকার।

কেবল হরিনাম সাথী, জপ ঐ নাম দিবা রাতি হে
(ঐ নাম অন্তকালের সঙ্গী হবে)
(আর কিছু সঙ্গে যাবে না)
নইলে গতি নাহি ভবে আর ॥
(এই ভবের মাঝারে)
(হরি নাম বিনে গতি নাই)

তাল—গড়খেমটা।

কেবল হরি নাম জীবের গতি রে মন,
হরি নাম জীবের গতি।
ঐ নামের কারণে, শ্মশানে মশানে,
ফিরে সদা উমাপতি ॥
(হরি নামের মদে মত্ত হয়ে, সদা হরি হরি হরিবলে)
(এই) ভব পারাবার নাই পারাপার,
কেমনে পার হইবে।
(তাতে সদা তুফান লেগে আছে)
(কেমনে পার হবে ভবে)

তুমি জান না সাঁতার, বিনে কর্ণধার,

অকূলে ডুবিতে হবে।

(ভব সাগরেতে তুফান ভারি)

(কেমনে বা দিবে পাড়ী)

তোমার একে জীর্ণ তরী, পাপে বোঝাই ভারি

তাতে আছে ছয় জন দাড়ী।

(তারা ছয় জনে ছয় দিকে টানে)

(তারা কেহ কার কথা শুনে না,)

তোমার কি হবে উপায়, পারের সময়,

বিনে সে ভবকাণ্ডারী,

(হরি নাম বিনে আর গতিনাই রে

(গুরু দত্ত নিত্য হরি)

মেলতা।

দয়াল হরি নামের মহিমা অপার,

এই নাম বড়ই মধুর,

নাহি ছোট বড় যে জপে নাম তার,

সবে প্রাণ খুলে (হরি হরি বল রে)
বাহু তুলে হরি বলে ডাক তাঁরে ॥

—০—

৭নং গীত
তাল—রূপক।

কোথা র'লেহে দেখা দেও দয়াল হরি।
পড়েছি যে বিপদে হে বিপদ হারী ॥
মনে শঙ্কা করি ওহে শ্রীহরি,
যদি ডুবে মরি ভবে দিতে পাড়ী ॥

তাল—যৎ।

হেরিয়ে ভব তরঙ্গ মনে সদাই আতঙ্ক।
কোথা রলে এ বিপদে দেখা দাওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ ॥
একে আমার জীর্ণ তরী,
তাতে ছয়জন গোঁয়াড় দাড়ী; (হরি হে)
(তাতে পাপ ভারে বোঝাই ভারি)

দেখে পাড়ী ছয় জন দাড়ী,

দাড় ছেড়ে দেয় কখন ভঙ্গ।

তাল—পঞ্চম সোয়ারি

তুমি হে ভরসা মম এই অকূল পাথারে।

(নইলে গতি নাই) (ভব পারে যেতে হরি),

দিয়েছি ভার করহে পার দীন হীনে দয়া করে ॥

তব শ্রীপদ বিহনে, গতি নাই আর শেষের দিনে,

(দেও চরণ দেও চরণ দেও)

(ভব পারে যেতে হরি)

দিয়ে চরণ নীরদ বরণ তরাইও ভব সাগরে ॥

তাল—দশকুশি।

তব চরণ বিনে আর, কি ধন আছে আমার, (হে)

(আর কিছু নাই২) (ভব পারে যেতে সম্বল)

দেওহে চরণ নইলে গতি নাই।

(ভব পারে যেতে হে)

(তোমার চরণ বিনে গতি নাই ॥)

আমি অতি অভাজন, না জানি ভজন সাধন, (হে)
(সাধন জানি না২) অভাজন পাতকী
নিজ গুণে দিলে চরণ পাই।
(নইলে গতি নাই গতি নাই)
(এ অধম দীন হীনের)

তাল—লোভা।

হরি পড়ে আছি ও চরণ চাহিয়ে।
(চরণ দিতে হবে হে) অভাজন পাতকী জনে
(যদি) নাম ধরেছ পতিত পাবন,
তবে পতিতে দেও যুগল চরণ,
নইলে পতিত কেমনে তরিবে।
(চরণ দিতে হবে হে) (ওহে দয়াল বংশীধারী)
অভাজন পাতকী ভেবে,
(হরি) যদি চরণ নাহি দিবে,
তবে নামে কলঙ্ক রটিবে॥
(নাম কেউ লবে না) (দয়াময় পতিত পাবন)

তাল—ঝুলন চৌষ।

দেওহে দীনে চরণ তরী।

দীনে দয়া করি দয়াল হরি ॥

এই বিশাল পাথার, না জানি সাঁতার,

যদি ডুবে হরি মরি।

(ওহে) ভব কর্ণধর, ডুবে মরি ধর,

ত্রাস হর কৃপা করি ॥

(ওহে দয়াল হরি)

তোমার চরণ তরী দেওহে হরি,

এবার ভব সাগরে দিব পাড়ী ॥

(হরি হরি বলে)

মেলতা।

এই আশা করি, পড়ে আছি হরি,

দেওহে দয়া করি শ্রীহরি চরণ তরী ॥

—•—

৮ নং গীত।

তাল—রূপক।

কেন সুশর্ব্বরী প্রভাত হইল।

আমার প্রাণের ধন মদনমোহন কোথা লুকাইল॥

ছিলাম নিদ্রাবেশে, দেখ্‌লেম স্বপ্নাবেশে,

প্রাণের পীতবাসে বাসে উপস্থিত হল।

তাল—একতালা।

(হায়) কিবা অনুপম, সুন্দর সুশ্যাম,

ত্রিভঙ্গিমঠাম রূপে মনোহরে।

কিবা অলকা তিলকা, ভালে রেখা আঁকা,

শিখী পাখা বাঁকা চূড়া শিরে ধরে।

শ্রবণ-যুগলে মকর কুণ্ডল, নাসায় মুকুতা

গলে বনমাল, কিবা পীতধড়া কটীতট বেড়া,

সোণার নুপুর চরণে;

কিবা জিনি কামধনু, বাঁকা ভুরুধনু,

বিন্ধে কোমল তনু বাঁকা আঁখি ঠারে॥

তাল—পঞ্চমশোয়ারি।

হাসি হাসি কালশশী বসিল শিয়রে আসি।
তোষে প্রেমভাষে বলে উঠ উঠ প্রাণ প্রেয়সি ॥
বন্ধুর যুগল করে, ধরি অভাগিনীর করে,
কত মত যত্ন ক'রে, বলে ক্ষম রাই রূপসী ॥

তাল—দশকুশী।

নবীন নীরদ শ্যাম ত্রিভঙ্গিম গুণধাম,
(হারে২ সখীরে) (কেন নিশী পোহাইল)
দেখা দিয়ে কোথায় লুকাইল।
(আর সহেনা২ (কালার বিরহ প্রাণে)
নিরাশা অশনি হানি; কোথা গেল গুণমণি,
(প্রাণ বাঁচেনা বাঁচেনা)
(কালা বিনে ছার প্রাণ)
আর কি পাইব সখী বল।
(আমার প্রাণের কালারে)
(যাঁর লাগি প্রাণ কান্দে সেই)

তাল—লোভা।

কি কাজ জীবনে আর ওগো সহচরী।
যার লাগি প্রাণ সখী যতন জীবনে,
সে যদি ত্যজিল ভবে কি ফল জীবনে,
(বেঁচে কাজ নাই২) (কৃষ্ণ হারা হয়ে)
মরণ মঙ্গল বিনে হরি॥
কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ রাখিয়া কি ফল,
যে দেহে নাই কৃষ্ণ চিহ্ন সে দেহ বিফল,
(বেঁচে ফল নাই২ (কৃষ্ণ শূন্য দেহে বেঁচে)
সবে মিলে বল হরি হরি॥
(প্রাণ যাবার সময়) (প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বিনে)

তাল—গড় খেমটা।

শুন সখীগণ মোর নিবেদন, এই কর অন্তঃকালে।
সব সহচরী বল হরি হরি,
অভাগিনীর শ্রুতি মূলে॥
(প্রাণ যাবার সময়)

(কেবল) এই আশা চিতে নামের সহিতে,
ছার প্রাণ যেন যায় ;
(আমার অন্য আশা মনে নাই)
(সবে) বল হরি হরি, মন প্রাণ ভরি,
হরি বিনে প্রাণ যায়। (সবে হরি বল)

মেলতা।

শ্রীহরি বিচ্ছেদে, রাধে মনের খেদে,
কান্দিতে কান্দিতে অচেতন হল।

—o—

৯ নং গীত।

মিলন গীত।

তাল—একতালা।

শ্যামের বামে রাই কিশোরী হেররে নয়ন।
হেররে মানস আঁাখি ছাড়রে মায়া স্বপন ॥
কিবা যুগল কমলে যুগল মূরতী,
মরি কি যুগল শোভা,

কিবা যুগলে যুগল মিলেছে ভাল মরি কি রূপের আভা,

জিনি নবকাদম্বিনী শ্যামরূপখানি,

তাহে সৌদামিনী রাই, কিম্বা যেন মরকত,

হেমেতে জড়িত রূপের তুলনা নাই,

ঐরূপ যে হেরেছে রূপে সেই ম'জেছে,

ঐ রূপ হেরে বিধি হরে ধ্যানেতে সদা মগন ॥

—০—

১০ নং গীত।

তাল—তেওট।

ওহে রাধারমণ কোথায় আছ দেওহে দরশন।

পড়িয়ে বিপদে শ্রীপদ করি আজি আকিঞ্চন ॥

দেখিতে দেখিতে কাল, গত হল কত কাল,

কাল ভয়ে চিকণ কাল ডাকি তোমায়হে এখন ॥

তাল—একতালা।

আমার আশা না মিটিল সাধ না পূরিল,

সাধের জীবন ফুরাল।

আমার যত মনের সাধ, সব হল বিষাদ,
সাধের সাধে বাদ পড়িল ॥
মনে ছিল আশা এসে ভব বাসে,
তব পদ সেবা ক'রব হে;
আমার হল সে সাধ ভঙ্গ ওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
কুসঙ্গেতে সঙ্গ হইল ॥

তাল—পঞ্চম শোয়ারি।

ভেবে ছিলাম যাদের আপন,
তারা কেউ হলনা আপন।
সময় দেখে ফেলে কাকে সকলে করিল গমন ॥
সদা ক'রে আমার২ হারাইলাম সকল আমার,
তবু দূর হল না আমার, চিনলেম না আমার কোন্‌জন ॥

তাল—লোভা।

গতি কি হবে হে মোর, ওহে দয়াল হরি।
ছিল বড় সাধ মনে ওহে বংশীধারী,
রাধা শ্যাম যুগল সেবা করিব প্রাণ ভরি ॥

(তা হলনা২) (মনের আশা মনে রইল)
বৃথা গেল দিবা বিভাবরী।
(আমার গতি নাই গতি নাই)
(কুকাজে দিন বয়ে গেল)
দুষ্ট জনের মিষ্ট কথায় কষ্ট বড় পেলেম
পেয়ে কষ্ট ইষ্ট কৃষ্ণ নাম না স্মরিলেম;
(হায় কি করিলাম২) (বৃথা কাজে কাল কাটালেম)
এখন কি গতি হবে মুরারী॥
(দেও চরণ দেও২) (নইলে গতি নাই এ দীনের)

তাল—দশকুশি।

যারা ছিল সঙ্গের সঙ্গ,
তারা সময় দেখে দিল ভঙ্গ;
(এখন কি গতি হবে হে) (ওহে বংশীধারী)
একা আমি পড়ে আছি হরি।
(কেহ সঙ্গে গেলনা২) (আমার বিপদ দেখে)
(ওহে দয়াল হরি)

তব পদ বিনে আর (ওহে) গতি কি হবে আমার,
(আর গতি নাই২) (রাধার মদন মোহন)
দেওহে পদ ওহে বিপদ হারী ॥
(ভব পারে যেতেহে) (দেওহে চরণ যুগল)
(নইলে গতি নাই)

তাল—গড়খেমটা।

গতি কি মোর নাই হে হরি।
ওহে দয়াময় দয়াল বংশীধারী ॥

পাপে কাঁপে প্রাণ, বুঝি নাহি ত্রাণ,
কর হে করুণা দান, (নইলে কেমনে বিপদে তরি)
(ওহে দয়াল হরি)
আমি মূঢ়মতি, নাহি জানি স্তুতি, মিনতি যুগল পদে,
নিজ গুণে দীনে, শ্রীচরণ দানে,
তরাও এ ঘোর বিপদে (নইলে আর গতি নাই)
তব নামের গুণে, কত পাপী জনে,
ভব সাগরেতে দেয় হে পাড়ী ॥ (হরি হরি বলে)

মেলতা।

করেছি পুরাণে শ্রবণ, করিলে তব নাম স্মরণ,
বিপদে দেও যুগল চরণ, ওহে শ্রীমধুসূদন ॥

—০—

১১ নং গীত।

তাল—কীর্ত্তনীয়া তেওট।

গেল রে দিন গেল, কি আশাতে বসে আছিস,
সময় থাকৃতে বল "হরে হরে"।
ছাড়রে কুবিষয় চিন্তা চিন্ত মুকুন্দ মুরারে ॥
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, চিন্তিলে না নিত্য ধনে,
কি ভেবেছ মনে মনে ছাড়রে মন মায়া কুস্বপন ;
হের নয়ন তরুণ তপন প্রেমের আলো হৃদমাঝারে ॥

তাল—যদ্।

ভাবনা কি শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
যে দিনে দিন হবে অন্ত বাঁধিবে যম কিঙ্কর ॥
ভীষণ সে যম ত্রাস, স্থির দৃষ্টি উর্দ্ধশ্বাস,

দশ ইন্দ্রিয় হবে অবশ, রুদ্ধ হবে কণ্ঠস্বর ;
সে দিনের উপায় কেবল শ্রীহরি শুভঙ্কর ॥

তাল—একতালা।

(ভাই) থাকিতে সময়, ভাব রসময়,
পাবেরে আশ্রয় শ্রীপদ কমলে ।
তারে ভাবিলে ভাবনা, রবেনা রবেনা,
শমন ভাবনা যাবেরে ভুলে ॥
যাঁর নামে মৃত্যুঞ্জয় হ'ল হরে, লহরে লহরে
তাঁর নাম লহরে, নামে প্রাণ শিহরে,
বল উচ্চৈস্বরে, জয় হরে মুরারে মন প্রাণ খুলে ॥

তাল—দশকুশি ।

মায়া ঘুমে কত দিন, রহিবে মন অচেতন,
(দেখ দিন যায় দিন যায়)
(একবার চাহরে নয়ন মেলি)
(দিন গণিতে দিন ফুরাইল) (একবার, হরি বল২)
(এইযে গণা দিন ফুরায়ে গেল)

দেখিছ যে মায়া স্বপন, নহে এ সুখ স্বপন,
(এ সব নাটুয়ার নাটক যেমন)
(কেবল বাজী করের বাজী খেলা)
ঘুম ভাঙ্গিলে জানিবে সকল
(কেবল মায়ার চাতুরী) (কিছু এর সত্য নহে) ॥

তাল—লোফা।

আর কেন বিফলে কাটাও দিন ভ্রান্ত মন।
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, এ সব রহিবে কোথা,
অন্ত দিনে সব রবে পড়ি ;
(সঙ্গে কেউ যাবেনা২) যারা তোমার সঙ্গের সঙ্গী)
একাই এসেছ ভবে, একাই চলিয়া যাবে,
কেবল পথের দেখা দিন দুই চারি ;
(কেও আপন নয়২) (ধরাধামে সকলি পর)
তোমার আপন যেজন, তাঁরে চেন্‌না মন,
তাঁরে চিন্তিলে হয় শমন দমন ॥

(ওরে অবোধ মন রে।

তাল—খেম্‌টা।

ভাবরে একান্তে, সেই রাধাকান্তে,
কালান্তে পাইবি, শান্তি নিকেতন।
এ ভব যাতনা, রবেনা রবেনা,
ভাবনা ভাবনা শ্রীরাধা রমণ॥
উচ্চ রোলে হরি বলে, ডাকরে বাহু তুলে;
ঘন ঘন ঘন দেও করতালি, নাচরে হরি বলে;
হেরিবে নয়নে হৃদয়কন্দরে
আনন্দমূরতি মদনমোহন॥

মেলতা।

থেকোনা আর মায়ায় ভুলে, নাচ হরি২ বলে,
স্থান পাবে তাঁর চরণতলে এড়াবে শমন।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম, গাওরে নাম প্রেমভরে॥

—:—

১২ নং গীত।

তাল—রূপক।

কোথায় র'লে হরি,

আজি বিপদে শ্রীপদ দেওহে কৃপাকরি।

পড়েছি যে, বিপদে ওহে বিপদ হারী ॥

হেরি শূন্যময় চারিধার, কোথা ভবকর্ণধার,

(বড় অকূলে প'ড়েছি হরি)

(আজি তুমি বিনে গতি নাই হে)

ভবতরঙ্গে আতঙ্কিত প্রাণ আমার,

এবার দেও দেখা প্রাণ সখা প্রাণের বংশীধারী ॥

তাল—ঝাপতাল।

দেওহে বিপদে পদ ওহে বিপদ হারী।

নৈলে ত্বরিতে মরিতে হবে দিতে ভবে পাড়ী ॥

যদি আমি মরি, খেদ নাইহে হরি,

(তোমার নাম নিয়ে এই ভবের মাঝে)

তবে নামেতে কলঙ্ক হবে)

কেবল এই আশঙ্কা মনে করি ॥ ॥

(নাম লয়ে না বলে)

তাল—একতালা।

আর গতি নাই তোমা বিনে

তুমি গতিময়, দেও পদাশ্রয়,

তরাও হরি নিজগুণে ॥

আসিবার কালে এসেছিনু একা,

জুটিল এ ভবে বহু সখী সখা, কিন্তু এবে একা

কোথায় বাঁকা সখা, স্থান দাও চরণ কোণে ॥

তাল—কাটা ধামার।

(আমার) কিহবে কিহবে ভবে ওহে শ্রীহরি।

দিন গণিতে দিন ফুরা'ল এখন কি উপায় করি।

ভাই ভগ্নী দারা সুত, ছিল বন্ধু কত শত,

(কেউ সাথের সাথী হল না হে)

(একা যাওয়া আশা সার হ'ল)

দেখে তারা সময় গত, সব গেছে আমায় ছাড়ি ॥

তাল—গরখেমটা।

কোথা রাধাকান্ত, এবে প্রাণ অন্ত,
কৃতান্ত ভয়ে ডাকি তোমারে।
হৃদয় আসনে, কিশোরীর সনে,
যুগলরূপে দাঁড়াও হৃদয় আলো করে॥
গোপাল গোবিন্দ গোপীকা জীবন,
গবেশ গোপেশ গোপ মনোমোহোন
ওহে গিরিধারী, দিয়ে চরণ তরি,
তরাও কৃপা করি, যাই ভবপারে॥

মেলতা।

হল অবশ, স্ববশ অঙ্গ, কোথাহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
(আমার অন্য সাধ মনে নাই হে)
(কেবল অন্তিমে এই নিবেদন)
দাঁড়াও হৃদ মাঝে, যুগল সাজে, হেরে জুড়াই অঙ্গ,
এই নিবেদন মধুসূদন শ্রীপদে তোমারি॥

—০—

১৩ নং গীত।

তাল—রূপক।

কোথায় আছ হে বিপদে বিপদ হারী।

এই দুঃসময় র'লে কোথায় পাসরি॥

আজি অন্ধকার, শূন্যাকার, চারিধার হেরি,

নাই কূল কিনার, কেমনে পার হই হরি!

যদি দেও দীনে দয়া করি, তরিতে চরণ তরী,

তবে দেই পাড়ী, ব'লে হরি মুরারি॥

তাল—দশকুশি।

সম্মুখে অকূল পারাবার, তাহে নাহি জানি সাঁতার.

(আমার গতি কি হবে)

(ওহে দয়াল হরি) কেমনে পার হব হে মুরারী।

(তোমার চরণ বিনে হে)

(ভব-সাগরে তুফান ভারি)

কোথায় হে করুণাসিন্ধু, দীননাথ দীন-বন্ধু,

(দেও চরণ দেও চরণ দেও)

(ভবে তরিবারে) ভবসিন্ধু পারের কাণ্ডারী ॥
(আর গতি নাই গতি নাই) (তোমার চরণ বিনে)

তাল—লোফা।

হায় কি হবে হে শ্রীমধুসূদন।
বড় সাধ করি মনে এসেছিলাম ভবে,
দুষ্টজনের মিষ্ট ভাষে মজিলাম কুভাবে,
(সাধ পুরিল না হে) (মনসাধ মনে র'ল)
এখন কি গতি হবে মুরারি ;
(বড় সাধে বাদ প'ল হে) (কুবিষয়ে মত্ত হয়ে)
এই সাধ ছিল মনে, বসাইয়ে হৃদ্ আসনে,
তোমার যুগল চরণ ক'রব সাধন ॥
(এই বাসনা মনে ছিল) (ওহে দয়াল হরি !)

তাল—একতালা।

আজি শূন্যময় সব হেরি।
কোথায় সখী সখা, প্রাণের প্রাণাধিকা
পড়ে একা ভেবে মরি ॥

যাদের সঙ্গে রঙ্গে কুসঙ্গে মিশিলাম,
যাদের মায়ায় ইষ্টে অনিষ্ট ভাবিলাম,
তা'রা সব কোথায় এ বিপদ সময়,
সময় দেখে গেছে ছাড়ি ॥

তাল—যৎ।

কি হবে কি হবে ভবে, যা হবার হয়েছে হরি।
এখন অন্তকালে, হৃদ্‌কমলে
দেখা দেওহে বংশীধারী ॥
হৃদয়-নিকুঞ্জবনে, হৃদয় রত্নাসনে,
দাঁড়াও হে হৃদয়নাথ রাধাসহ একাসনে ;
হেরি ঐ যুগল মাধুরী, অন্তিমের সাধ পূর্ণ করি,
জ'পে হরি, হেরে হরি, হরি ব'লে যেন মরি ॥

তাল—গরখেমটা।

বিপদে শ্রীপদে নিরাপদে রাখ হরি।
(হরি তুমি বিনে আর গতি নাই হে,)
(আমার অন্তিমের সাধ পূর্ণ কর)

জগন্নাথ, জগদ্বন্ধু, যাদব জগজ্জীবন ;
মাধব মধুসূদন, মুকুন্দ মুঢ়-মর্দ্দন ;
রক্ষমে রক্ষমে দুর্গমেঃ দুর্গতি হারি ॥

মেলতা।

এসে দেও দেখা বাঁকা সখা বাঁকা বিহারি।
আজি দিনান্তে রাধাকান্তে অন্তরে হেরি ;
মুখে হরি বোল হরি ব'লে, হরিষে যাব চ'লে,
রবে না শঙ্কা, দিয়ে ডঙ্কা যাব তরি ॥

—০—

১৪ নং গীত।

তাল—রূপক।

এবার থাকিতে সময় মন, ভাব শ্রীমধুসূদন,
শমন দমন হবে ভবে ভয় রবে না।
ঐ দেখ দিন যায় দীননাথকে কর সাধনা ;
(রবেনা এদিন রবেনা)

তাই সব কাজ পরিহরি, জপ মন হরি হরি,
হরি বিপদ হারী, হরে যম যাতনা॥

তাল—যৎ।

ভাব মন ভব তারণ, বিপদ ভয় বারণ।
শঙ্কট মোচন হরি, শঙ্কা নাই কর স্মরণ॥
ভজিবারে ভবে এসে, মজে মায়া মোহ বশে,
মত্তমনে নিত্যধনে ভুলিলে কুসঙ্গ দোষে,
হেলায়২ বেলা গেল, অন্ত দিন নিকটে এল,
গেলরে দিন হরি বল শমনে করিতে দমন॥

তাল—খয়রা।

ভুলিয়ে কেশবে, মজিয়ে এসবে,
ভেবেছ কি যাবে এ ভাবে সময়।
এমন ভেবনা ভেবনা এ দিন রবেনা,
ঐযে নিকটে বিকট সময়॥
দিনান্তে প্রাণান্ত হইবে নিশ্চয়,
মিছে গুমোর করে পেতেছ প্রশ্রয়,

ভাবলে না এক সময়,
শেষের সে সময় শমন সনে দেখা হবে যে সময়।

ঝঁশকুশি।

মজিয়ে কুজন বশে, কাটালে দিন রঙ্গ রসে,
ভাবিলে না কি হইবে শেষে।
(তোমার গতি কি হবে হে)
(তোমার হেলায় হেলায় দিন গেল)
যে দিনে দিন হবে অন্ত, বাঁধিবে এসে কৃতান্ত,
(তখন কি গতি হবে হে) (সেই শেষের দিনে)
সে দিনে তরিবে মন কিসে॥ (মধুর হরিনাম বিনে হে)
(যে দিন অন্ত হবে ভবের খেলা)

তাল—লোফা।

ঐ দেখ দিন যায় বিফলে বল হরি।
আত্মীয় কুটুম্ব আদি, কেহ নয় সময়ে সাথী,
কেবল সাথী সময়ে সকলে;
(কেও আপন নয় আপন নয়) (হরি নাম বিনে)

অসময় দেখিবে যখন, সকলে পালাবে তখন,
তখন কেবল হরি নাম সম্বল;
(তাই হরি বল হরি বল) (মনে মুখে এক হয়ে)
ও দুই বাহু তুলে, হরি হরি বলে,
এবার ভবসাগরে ধর পাড়ী॥
(হরি হরি হরি বলে)

তালগ—ড়খেমৃট্টা।

ডাক বাহু তুলে, হরি হরি বলে।
(নামে শমন ভয় দূরে যাবে) (মধুর হরি নামে)
দিনান্তে নিশান্তে, বসিয়ে একান্তে,
কর রাধাকান্তে সাধনা;
ভয় কি কৃতান্তে, রবেনা দুশ্চিন্তে,
চিন্তামণির চরণ চিন্ত না; (আর ভয় কি ভবে)
নামে পাপী তরে, নামে বিপদ হরে,
নামে ভবের জ্বালা যাবে ভুলে॥
(মধুর হরি নামে)

মেলতা।

ভাব এসময় দয়াময় হরির চরণ,
কর সাধন, হয়ে এক মন,
বলে প্রেমভরে হরি হরি, ভবেতে ধর পাড়ী,
অকূল কাণ্ডারী হরি পুরাবে বাসনা॥

১৫ নং গীত।

তাল—একতালা।

কোথা শান্তিদাতা কর শান্তি দান,
সতত পুড়িছে এ পাপ পরাণ।
আর সহেনা সহেনা অসহ যাতনা,
প্রাণে যে মানে না প্রবোধ বচন॥
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথা পাব শান্তি নাহি বুঝি ত্রাণ,
কর দীনে কৃপা বারি বরিষণ,
নিয়ত হৃদয় হতেছে দাহন॥

তোমার শ্রীপদ ভজিবার আশে,
এসেছিলাম প্রভু এই ভব বাসে,
ম'জে মোহ মদ মাৎসর্য্যের বশে,
শমন ত্রাসে এবে কাঁপিতেছে প্রাণ॥
কুচিন্তায় কাটালাম দিবা বিভাবরী,
ভাবলেম না ভুলিতে বারেক তোমায় হরি,
কি করি কি করি, উপায় নাহি হেরি,
শরতে বিপদে কর পদ দান॥

—০—

১৬ নং গীত।

তাল—একতালা।

কারে ভয় সমরে।
এবার দেখিব কেমন, সে রাজা শমন,
কত বা বল ধরে॥
হরে মুরারে মধুকৈটভহারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দশৌরে, গাও প্রেমভরে,

(এই) নাম উচ্চৈঃস্বরে, শমন পলাবে দূরে ॥
কৃষ্ণ নামাবলি বর্ম্মে দেহ ছাঁদ,
রাধা নামের অসি চর্ম্ম তূণ বাঁধ,
বক্ষেরই কবজ, রাধা কৃষ্ণেরি কবজ, অক্ষয় কবজ,
বাঁধ সজোরে ভক্তিগুণ দিয়ে জ্ঞান ধনুক টঙ্কার,
ছাড় "জয় রাধে কৃষ্ণ" নাম হুহুঙ্কার,
পুরিয়া সন্ধান, মার বিষ্ণুবাণ,
শমন দমন হবে একেবারে ॥
সঘনে বদনে বল হরি বোল,
আকাশ পাতাল বেড়ি তোল রোল,
মৃদঙ্গ ঝাজর শারঙ্গ কাঁসর, রণ বাদ্য সঙ্গে মাত সমরে।
শরৎ বলে ওমন এই যুক্তি ধর,
দৃঢ় চিত হও সাহসে ভর কর, হও অগ্রসর,
হান খর শর, বল নিরন্তর, (জয়) হরে মুরারে ॥

সমাপ্ত।